এবার দেশকে বিশ্বকাপ দিতে চান পাণ্ডিয়া

বদলের হার্দিকের নেপথ্যে ‘নেহরাজি’

আলাপন সাহা
আমেদাবাদ

৩০ মে: উসমানপুরা রিভারফ্রন্টের সামনে গুজরাত টাইটান্সের হুডখোলা বাসটা আসতেই চিৎকার শুরু হয়ে গেল। গুজরাতি নাচের সঙ্গে ঢাক-ঢোল বাজছে। আইপিএল ট্রফি হাতে বাসের ফ্রন্ট রো’তে নাচছিলেন যিনি, তাঁর নাম হার্দিক পাণ্ডিয়া।

হার্দিক আইপিএল এই প্রথম জিতলেন না। এর আগে আরও চারটে ট্রফি রয়েছে তাঁর ক্যাবিনেটে। তবে এবারের জয়টা সবচেয়ে আলাদা। ট্রফির সঙ্গে এই আইপিএল যে হার্দিকের পুনর্জন্ম ঘটিয়ে গেল।

একটা সময় কপিল দেবের সঙ্গে তুলনা হত হার্দিকের। কিন্তু চারবছর আগে এশিয়া কাপে পাকিস্তান ম্যাচের চোটটা হার্দিকের কেরিয়ারে অশনিসঙ্কেত বয়ে নিয়ে আসে। তারপর এনসিএতে রিহ্যাব। মাঝে দু’একটা সিরিজের জন্য ভারতীয় দলে চলে আসা। মাস ছ’য়েক আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও খেলেছিলেন। কিন্তু বোলিংটা একদমই করতেন না। তারপর আবার ভারতীয় টিম থেকে বাদ পড়া। বলাবলি শুরু হয়ে গিয়েছিল---হার্দিক পাণ্ডিয়া শেষ। ভারতীয় টিমে প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব নয়।

কিন্তু সেখান থেকেই এবারের আইপিএলে যেভাবে কামব্যাক করলেন, অকল্পনীয়। হার্দিক একটা ব্যাপার খুব ভাল করে বুঝে গিয়েছিলেন জাতীয় দলে ফিরতে হলে আগের মতো আবার বোলিং করতে হবে। আইপিএলের আগে থেকেই সেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। গুজরাত টাইটান্সের ট্রেনিংয়েও আলাদা করে বোলিং করতেন। ধীরে ধীরে আবার আগের জায়গায় ফেরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শুরুর দিকে বেশ কয়েকটা ম্যাচে বোলিংও করছিলেন। মাঝে একটা ম্যাচে হালকা চোট পান। তারপরের কয়েকটা ম্যাচে আবার বোলিং করেননি। হার্দিক বুঝেছিলেন জোর করে বোলিং করতে গেলে ব্যাপারটা ঝুঁকির হয়ে যেতে পারে। ততক্ষণে গুজরাতের প্লে অফ প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। হার্দিক তাই যাবতীয় শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন প্লে অফের জন্য। ফাইনালের জন্য। ট্রফি জেতার পর ভারতীয় অলরাউন্ডার সেটা বলেও দেন। শোনা গেল, আমেদাবাদ ফাইনালের উইকেট দেখার পরই হার্দিক ঠিক করে নিয়েছিলেন তিনি বোলিং করবেন। কারণ ওই সময় আর কোনও বিকল্প ছিল না। হার্দিক জানতেন বাঁহাতি স্পিনার সাই কিশোরকে নিয়ে এলে জস বাটলাররা অলআউট যাবেন। তাই নিজেই বোলিং করতে চলে আসেন। পরের ঘটনা সবার জানা। তিনটে উইকেট নিয়ে রাজস্থানের ব্যাটিং মেরুদন্ডটাই ভেঙে দেন তিনি।

এ তো গেল বোলার হার্দিক। কিন্তু ক্যাপ্টেন হার্দিক? প্রথমবার অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়ার পরই অসম্ভব পরিণত দেখিয়েছে তাঁকে। এই হার্দিক অনেক বেশি সংযত। যে হার্দিককে এতদিন আগ্রাসনের সমার্থক হিসাবে ধরা হত, সেই হার্দিক এখন অনেক বেশি শান্ত। আরও পরিণত। রবিবারের রাতে আইপিএল জেতার পরও তো বাড়তি আবেগে তাঁকে ভেসে যেতে দেখা যায়নি। সাধে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলাবলি চলছে--হার্দিক ২.০ একদম ধোনি। একই রকম ঠাণ্ডা, একই রকম ‘কুল’।

ব্যক্তি হার্দিকের বদলে যাওয়ার নেপথ্যে অবশ্য বেশ কয়েকটা ফ্যাক্টর কাজ করেছে বলে শোনা গেল। প্রথমত, গুজরাত টাইটান্সের ক্যাপ্টেন্সি। যেটা তাঁকে আরও বেশি দায়িত্বশীল করেছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যে ভূমিকায় হার্দিককে এতদিন দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব, গুজরাত এসে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী একটা ভূমিকায় দেখা যায় তাঁকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে থাকাকালীন ছয় কিংবা সাতে নামতেন। শুরু থেকেই মারমার কাটকাট ব্যাটিং করতে হত। গুজরাতে হার্দিকের ব্যাটিং অর্ডার চার নম্বরে। একদিকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব। এর সঙ্গে আবার জুড়ে যায় ইনিংস টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও। যা হার্দিকের মানসিকতায় বিশাল প্রভাব ফেলে। এর সঙ্গে রয়েছেন কোচ আশিস নেহরা। রয়েছেন আর এক ভারতীয় পেসার মহম্মদ সামিও। আইপিএলের সময় সামি হার্দিককে বুঝিয়ে ছিলেন---তাঁকে শান্ত থাকতে হবে। কারণ এখন আর তিনি শুধুই একজন প্লেয়ার নন, একজন নেতাও।

কোচ নেহরারও অবদান রয়েছে ভালরকম। খবর নিয়ে যা জানা গেল, শুরুতে একটু-আধটু সমস্যা হচ্ছিল হার্দিকের। মাঠে একবার রিঅ্যাক্টও করে ফেলেছিলেন। তারপর ‘আশুপা’ (নেহরাকে এই নামেই ডাকেন হার্দিক) আলাদা করে বসেন তাঁর সঙ্গে। বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা চলে কোচ-ক্যাপ্টেনের। সেটাও ক্যাপ্টেন হার্দিকের বদলে যাওয়ার নেপথ্যে বড় একটা কারণ ছিল।

এই আইপিএলে ভারতীয় ক্রিকেটে প্রাপ্তির ভাণ্ডার বলতে গেলে অনেকে উমরান মালিকের কথা বলবেন। যুজবেন্দ্র চাহালের বিধ্বংসী বোলিংয়ের কথা বলবেন। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে সেরা প্রাপ্তি কিন্তু অবশ্যই পুনর্জন্মের হার্দিক।

মাস চারেক পরই অস্ট্রেলিয়ার মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে বেশি চিন্তা ছিল একটা জায়গা নিয়ে—পেসার অলরাউন্ডার। সেখানে পুনরুত্থান ঘটিয়ে রাহুল দ্রাবিড়ের চিন্তা কমিয়ে দিলেন হার্দিক। যিনি নিজেও পরবর্তী মিশন হিসেবে ঠিক করে ফেলেছেন বিশ্বকাপকে। বলেছেন, ‘‘দেশকে বিশ্বকাপ জেতাতে চাই এবার।’’

উত্তর এ বছরই পাওয়া যাবে। বছরের শেষ দিকে।

কোচ আশিস নেহরার সঙ্গে গুজরাত টাইটান্স অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া।

> হার্দিক কেমন ব্যাট করে জানতাম, কেমন বল করে আমরা জানতাম। কিন্তু ওর অধিনায়কত্ব নিয়ে এত দিন কেউ জানত না। আইপিএলে যা ক্যাপ্টেন্সি করল, তাতে অবশ্যই হার্দিক ভবিষ্যৎ ভারত অধিনায়কত্বের দাবিদার। নির্বাচকদের সুবিধাই হল।
>
> **সুনীল গাভাসকর**

পুরস্কৃত মাঠকর্মীরাও

মুম্বই: সফল ভাবে আইপিএল আয়োজনের জন্য কিউরেটর ও মাঠকর্মীদেরও বড় আর্থিক পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করল ভারতীয় বোর্ড। সোমবার ভারতীয় বোর্ড সচিব জয় শাহ টুইট করেন, ‘আমরা সওয়া এক কোটি টাকা পুরস্কার অর্থ ঘোষণা করছি মাঠকর্মী আর কিউরেটরদের জন্য। ওঁরাই কিন্তু সফল আইপিএল আয়োজনের নেপথ্য নায়ক।’

আইপিএল জেতার পর সাক্ষাৎকারে ঋদ্ধিমান সাহা

‘মিলার জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার মতো টিমম্যান কম দেখেছি’

আলাপন সাহা
আমেদাবাদ

৩০ মে: কেক-কাটার পর্ব সেরে ক্রিকেটাররা যে যার মতো নিজেদের রুমে ফিরছেন। কিছুক্ষণ পরই আবার সবার টিম রুমে চলে আসার কথা। আইপিএল জয়ের উৎসব চলবে। কিন্তু **ঋদ্ধিমান সাহা** ওসব থেকে অনেকটাই দূরে। চ্যাম্পিয়ন লেখা টি শার্টটা পরে হোটেল হায়াতের ছ’তলার ঘরে বসে যখন আড্ডা শুরু হল, তখন ঘড়িতে তিনটে বেজে পনেরো। আড্ডা শেষ হল যখন, ভোরের আলো ফুটে গিয়েছে। যার নির্যাস এ রকম..

প্রশ্ন : চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রথম কী মনে হয়েছিল?

ঋদ্ধি : মনে হল, এবার গুজরাতি থালিটা অর্ডার করতে পারব। (হাসি)।

প্রশ্ন : গুজরাতি থালি?

ঋদ্ধি : আসলে গুজরাতি খাবার আমার খুব পছন্দের। এখানে আগাসিয়ে বলে একটা হোটেল আছে। ওখানকার গুজরাতি থালিটা খুব ভাল। গত কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলাম অর্ডার দেব। কিন্তু দিইনি।

প্রশ্ন : কেন?

ঋদ্ধি : গ্রুপ পর্বের সময় টিম ম্যানেজারকে বলেছিলাম যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই গুজরাতি থালি খাব। তার আগে নয়। একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম বলতে পারেন। আমি এরকমই। একবার অনূর্ধ্ব ২২ দলে খেলার সময় কিছুতেই সেঞ্চুরি হচ্ছিল না। তখন ঠিক করেছিলাম যতদিন না সেঞ্চুরি হচ্ছে, ননভেজ খাব না। প্রায় ছয় মাস পর সেঞ্চুরিটা করেছিলাম। ওই ছ’মাস ননভেজ ছুঁইনি।

প্রশ্ন : শুনেছিলাম, আপনি আরও একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এবারের আইপিএলে এসেছিলেন।

ঋদ্ধি : হ্যাঁ। পুল শটে উন্নতি করতে চেয়েছিলাম। আশা করি পেরেছি। এবার আইপিএলে প্রত্যেকটা পুল শট মারার পরই গ্যারি (কার্স্টেন) মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

প্রশ্ন : কেন?

ঋদ্ধি : এখানে প্রথম যখন প্র্যাকটিস শুরু হয়েছিল, তখন কার্স্টেন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে কোন ব্যাপারে আমি উন্নতি করতে চাই। বলেছিলাম পুল আর কাট শটে। তারপর দুটো প্র্যাকটিস ম্যাচ হয়েছিল। ওখানে যেভাবে ব্যাট করেছিলাম, তারপর গ্যারি বলেছিল যে, তুমি তো দারুণ পুল মারছ। আর কত উন্নতি করবে?

প্রশ্ন : ফাইনাল জেতার পরও আপনাদের টিমকে প্রচণ্ড শান্ত দেখাল। এত বড় অ্যাচিভমেন্টের পরেও কী করে এরকম থাকল টিমটা?

আইপিএল জয়ের পর হার্দিক পাণ্ডিয়ার সঙ্গে ঋদ্ধিমান সাহা।

> আমার কাছে এই আইপিএল ভীষণ স্পেশাল। আট বছর আগে ফাইনালে কেকেআরের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিলাম ঠিকই। কিন্তু তারপরও আমরা ট্রফি জিততে পারিনি।
>
> **ঋদ্ধিমান সাহা**

ঋদ্ধি : আমরা যতটুকু উচ্ছ্বাস করার সেটা করেছি। তাছাড়া শুরু থেকেই টিমে বিশ্বাসটা ছিল যে, আমরা ভাল কিছু করতে পারি। অনেকে অনেক কিছুই বলেছিলেন। বলা হচ্ছিল এই টিমে হার্দিক পাণ্ডিয়া আর রশিদ খান ছাড়া কোনও তারকা নেই। ভাল ক্রিকেটার নেই। আশা করি তাঁরা জবাবটা পেয়ে গিয়েছেন। টিমে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর প্রচণ্ড ভরসা করে। কঠিন পরিস্থিতিতেও কেউ আমরা প্যানিক বাটন প্রেস করিনি। জানতাম, কেউ না কেউ ঠিক জিতিয়ে দেবে। চেন্নাই সুপার কিংসের পর আর কোনও আইপিএল টিমে এরকম পরিবেশ পাইনি।

প্রশ্ন : কী রকম? একটু বলবেন?

ঋদ্ধি : সবাই প্রচণ্ড খোলামেলা। এখানে যে কোনওরকম সমস্যায় যে কেউ যে কারও কাছে যেতে পারে। এখানে কারও তারকা সুলভ ইগোটা নেই। টিম ম্যানেজমেন্টের প্রত্যেকে ভীষণ ভাল। যারা একটা ম্যাচও খেলেনি, তারাও সমান সমাদর পেয়েছে। নেটে গিয়ে তারাও তিরিশ-চল্লিশ মিনিট ব্যাট করেছে। আমি নিজেও প্রথম পাঁচটা ম্যাচে খেলেনি। তারপরও নেটে অনেকক্ষণ ব্যাট করতাম। গুজরাত নেটে যতক্ষণ ব্যাট করেছি, গোটা আইপিএলে করিনি।

প্রশ্ন : প্রথম আইপিএল আর্বিভাবে গুজরাতের ট্রফি জেতার মতো আপনার এবারের জার্নিটাও সমান রোমাঞ্চের। নিলামের প্রথম দিন অবিক্রিত থাকা। তার পর অবিশ্বাস্য পারফর্ম করে সোজা চ্যাম্পিয়ন।

ঋদ্ধি : আমার কাছে এই আইপিএল ভীষণ স্পেশাল। আট বছর আগে ফাইনালে কেকেআরের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিলাম ঠিকই। কিন্তু তারপরও আমরা ট্রফি জিততে পারিনি। আর যদি নিলামের কথা বলেন, তাহলে বলব, প্রথমে ভেবেছিলাম টিম পেয়ে যাব। তবে প্রথম দিনের পর আর আশা করিনি। কারণ টিমগুলো মোটামুটি যাঁদের নেওয়ার প্রথম দিন নিয়ে নেয়। এখানে আসার পর শুনেছিলাম যে, ওরা শেষদিকে ঠিকই করে রেখেছিল উইকেটকিপার নেবে। তবে আমি এখানে মহম্মদ সামির কথাও বলতে চাই।

প্রশ্ন : সামি কেন?

ঋদ্ধি : আশিস নেহরাকে টেক্সট করেছিল সামি। বলেছিল যে, মিডল অর্ডার আরও শক্তিশালী করতে। এটাও বলেছিল ভাল উইকেটকিপার নেই। তাই ঋদ্ধির কথা ওরা ভাবতে পারে।

প্রশ্ন : গুজরাত টাইটান্স টিম ম্যানেজমেন্ট আপনাকে নিয়ে তো দারুণ উচ্ছ্বসিত?

ঋদ্ধি : ওরা প্রচণ্ড খুশি। ফাইনালের পর টিমের সিইও আমাকে কোলে তুলে নিল। ডেভিড মিলার এসে জড়িয়ে ধরল। মিলার টিমের একজনকে বলল, ঋদ্ধি এমনই একজন ক্রিকেটার যে কখনও অভিযোগ করে না। দলের প্রয়োজনে সবসময় এগিয়ে এসেছে। দলের যা যা দরকার, সে’সব করেছে। এরকম টিম ম্যান আমি খুব কম দেখেছি।

INDIAN PREMIER LEAGUE

আইপিএল ব্যালান্স শিট

গত রবিবার শেষ হয়ে গেল আইপিএল। কেমন হল টুর্নামেন্ট? কে হিট, কে ফ্লপ, কে-ই বা ট্র্যাজিক নায়ক? পাশে তুলে দেওয়া হল...

৩ হিট

১) জস বাটলার। রাজস্থান রয়্যালস ব্যাটার আইপিএলে স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন। ফাইনাল না জেতাতে পারলেও ১৭টা ম্যাচ খেলে ৮৬৩ রান করেছেন। যার মধ্যে চারটে সেঞ্চুরিও রয়েছে।

২) যুজবেন্দ্র চাহাল। ভারতীয় টিম থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিলেন মাঝে। কিন্তু এবারের আইপিএলে যেন পুর্নজন্ম হল চাহালের। ১৭ ম্যাচে ২৭ উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপ তাঁরই।

৩) হার্দিক পাণ্ডিয়া। আইপিএলের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি গুজরাত টাইটান্স এবার অধিনায়ক করেছিল হার্দিককে। আর অধিনায়ক হিসেবে আবির্ভাবেই টিমকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন তিনি। ১৫ ম্যাচে ৪৮৭ রানের পাশাপাশি ৮টা উইকেটও নিয়েছেন। ফাইনালের ভাগ্য তিনি একাই ঠিক করে দেন।

৩ ফ্লপ

১) রোহিত শর্মা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়কের এবার দুঃস্বপ্নের আইপিএল গিয়েছে। ১৪টা ম্যাচ খেলে ১৯.১৪ ব্যাটিং গড় নিয়ে মাত্র ২৬৮ রান করেছেন রোহিত। সর্বোচ্চ ৪৮। তাঁর টিমেরও এবার ভরাডুবি হয়েছে। পাঁচ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবার টুর্নামেন্ট শেষ করেছে দশ টিমের মধ্যে দশ নম্বর হয়ে।

২) বিরাট কোহলি। দু’একটা ম্যাচে টুকটাক রান পেলেও সার্বিক ভাবে সদ্য সমাপ্ত আইপিএলে ব্যর্থ বিরাট কোহলি। ১৬ ম্যাচ খেলে ২২.৭৩ গড়ে করেছেন ৩৪১ রান। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে বিরাট পারেননি, টিমও হেরে ছিটকে যায়।

৩) শ্রেয়স আইয়ার। গত নিলাম থেকে সওয়া বারো কোটি টাকা দিয়ে শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে এসেছিল কেকেআর। ১৪ ম্যাচে তিনি রান করেছেন ৪০১। একটা ম্যাচও একা কেকেআরকে জেতাতে পারেননি।

বাংলার সেরা

ঋদ্ধিমান সাহা। ফাইনালে রান না পেলেও যথেষ্ট সফল ঋদ্ধিমান সাহা। এবার ১১ ম্যাচ খেলে ৩১.৭০ গড়ে ৩১৭ রান করেছেন তিনি। সঙ্গে দুর্ধর্ষ কিপিং তো ছিলই।

ট্র্যাজিক নায়ক

আন্দ্রে রাসেল। ১৪ ম্যাচে ৩৭ ব্যাটিং গড় রেখে রান করেছেন ৩৩৫। উইকেট নিয়েছেন সতেরোটা। কেকেআর যে ক’টা ম্যাচ জিতেছে, অধিকাংশ ম্যাচে অবদান ছিল রাসেলের।

সেরা চমক

দীনেশ কার্তিক। প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়ক এবার আরসিবির হয়ে স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন। ৫৫ ব্যাটিং গড় রেখে ১৬ ম্যাচে করেছেন ৩৩০ রান। এতটাই দুর্ধর্ষ খেলেছেন যে, সাঁইত্রিশ বছরে ফের ডাক পেয়েছেন ভারতীয় দলে।

সেরা আবিষ্কার

উমরান মালিক ও মহসিন খান। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ প্লে অফ না খেললেও উমরান বলের গতি দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। উইকেটও পেয়েছেন ২২টা। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বাঁ হাতি পেসার মহসিন খানও সমান নজর কেড়েছেন। তাঁর উইকেটসংখ্যা ১৪। উমরান তো জাতীয় দলেও ডাক পেয়েছেন।

জকোভিচের বিরুদ্ধে সেরাটা দিতে চান নাদাল

প্যারিস : মহারণে নামার আগে নিজেকে নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন ক্লে কোর্টের সম্রাট রাফায়েল নাদাল। চব্বিশ ঘণ্টা বাদেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বের একনম্বর টেনিস তারকা কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াইয়ে নামতে চলেছেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি। কিন্তু এই মহাম্যাচের আগে নাদাল বলছেন, ‘‘সত্যি বলছি, এখানে প্রতিটি ম্যাচ খেলতে নামার আগে আমার মনে হয় রোলাঁ গারোতে হয়তো এটাই আমার শেষ ম্যাচ। জানি না এখানে আবার খেলতে পারব কি না। আমার পরিস্থিতি এমনই।’’ আসলে নাদালের পায়ের চোটের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। আগামী শুক্রবার ৩৬-এ পা দেবেন কিংবদন্তি টেনিস তারকা। বলছিলেন, ‘‘সেই কারণেই এখন যতটা সম্ভব আমি টেনিস উপভোগ করার চেষ্টা করি।’’

ফরাসি ওপেনে নাদালের পারফরম্যান্স অবিশ্বাস্য। ১৩বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এই টুর্নামেন্টে মাত্র দু’বার জকোভিচের কাছে হেরেছেন। নাদাল জিতেছেন সাতবার। সামগ্রিকভাবে এখনও পর্যন্ত দুই কিংবদন্তির মধ্যে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে জকোভিচ জিতেছেন ৩০টি ম্যাচ। নাদাল জিতেছেন ২৮টি। ৫৯তম সাক্ষাতের আগে নাদাল বলছিলেন, ‘‘আমি জানি, এই ম্যাচটার গুরুত্ব কতটা। আমাদের প্রচুর ইতিহাস আছে। তবে আমি একটা কথাই বলব, চেষ্টা করব নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে।’’

শেষ ষোলোর ম্যাচে প্রায় চার ঘণ্টার উপর লড়াই করে জিততে হয়েছে নাদালকে। সেখানে জকোভিচ জিতেছেন স্ট্রেট সেটে। নাদাল বলছিলেন, ‘‘আমি এখানে আরও একবছর খেলতে পারছি, সেটাই যথেষ্ট। আসলে পায়ের চোটটা খুব ভোগাচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে কী হবে, আমি জানি না।’’ জকোভিচ অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালের আগে খুব বেশি সময় কোর্টে কাটাতে হয়নি বলে খুশি। বলছিলেন, ‘‘কোয়ার্টার ফাইনালে আগে কোর্টে বেশি সময় কাটাতে না হওয়ায় খুশি। এমনিতেই রাফার সঙ্গে ফরাসি ওপেনে খেলা মানেই ‘ফিজিক্যাল ব্যাটল’। বিরাট চ্যালেঞ্জ। হয়তো সবথেকে বড়।’’

এই মহাযুদ্ধের জন্য তিনি যে প্রস্তুত সেকথাও জানিয়েছেন জকোভিচ। করোনা টিকাকরণ বিতর্কের কারণে গত অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে পারেননি বিশ্বের একনম্বর টেনিস তারকা। নাদাল এই মুহূর্তে ২১টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে সবার উপরে রয়েছেন। জকোভিচের লক্ষ্য ফরাসি ওপেন জিতে নাদালের সঙ্গে একাসনে বসা। তিনি জানালেন, ‘‘এই ম্যাচটা আমার কাছে বিশাল চ্যালেঞ্জের। কারণ, খেলাটা হবে রোলাঁ গারোঁতে। তবে আমি প্রস্তুত। নিজেকে সেভাবেই তৈরি করছি।’’ আর নাদাল জানাচ্ছেন, ‘‘এই ম্যাচটা অবশ্যই স্পেশ্যাল। তবে আমি জানি না নোভাকের মতো খেলোয়াড়কে হারানোর জন্য যা যা দরকার, তা আমি করতে পারব কি না। তবে চেষ্টা করে যাব।’’

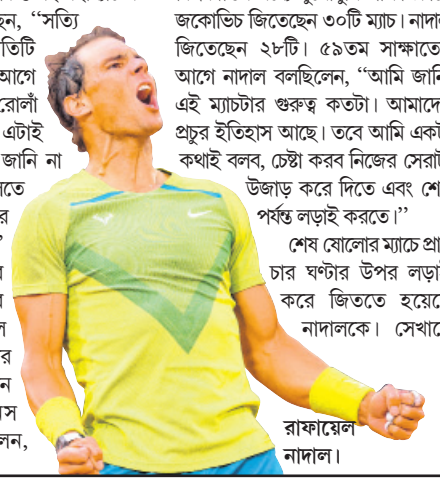

রাফায়েল নাদাল।

ফরাসি ওপেনে আজ মহাযুদ্ধ

আজ জিতবেন জকোভিচ?

সিএবিতে প্রয়াত প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জগমোহন ডালমিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর ছবিতে মাল্যদান করছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার এবং সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া। -অচিন্ত্য রায়

মেয়র’স কাপ জিতল সেন্ট জেমস

স্টাফ রিপোর্টার : মেয়র’স কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল সেন্ট জেমস স্কুল। সোমবার ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে হারাল নব নালন্দা হাই স্কুলকে। প্রথমে ব্যাট করে নব নালন্দা ৩৫ ওভারে তুলেছিল ১০৭ রান। জবাবে ১৮.৩ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায় সেন্ট জেমস। ম্যাচের সেরা সেন্ট জেমসের আলি আহমেদ। তিনি ৫৮ রান করার পাশাপাশি দুই উইকেট নেন। সেন্ট জেমসের মহম্মদ মিসবা চার উইকেট দখল করেন। এছাড়া ৩৪ রান করেন সেন্ট জেমসের চন্দ্রহাস দাস।

আজ জিতলেই এশিয়া কাপের ফাইনালে বীরেন্দ্রর ভারত

জাকার্তা : পুরুষদের এশিয়া কাপ হকির সুপার ফোর-এর ম্যাচে মঙ্গলবার দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ভারত। এই ম্যাচে জিতলেই গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত। সুপার ফোরে এই মুহূর্তে দক্ষিণ কোরিয়া গোল পার্থক্যে সবার উপরে রয়েছে। ভারত রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় স্থানে আছে মালয়েশিয়া। তাদেরও ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। মালয়েশিয়াকে ফাইনালে যেতে হলে শেষ ম্যাচে জাপানকে হারাতে হবে অন্তত দুই গোলের ব্যবধানে।

তবে ফাইনালে ওঠার সুযোগ কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে রাজি নয় ভারতীয় দল। তারা দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েই ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। কোনওরকম পারমুটেশন-কম্বিনেশনের উপর নির্ভর না করে। তবে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারানোর কথা বলাটা মুখে যতটা সহজ, মাঠে ততটা নয়। কারণ, পুলের ম্যাচগুলির থেকে সুপার ফোর-এ দক্ষিণ কোরিয়া অনেক ভাল পারফর্ম করছে। অন্যদিকে, ভারত পুলের ম্যাচে ইন্দোনেশিয়াকে বড় ব্যবধানে হারালেও এখনও নিজেদের চেনা ছন্দে ফিরতে পারেনি। সুপার ফোর-এ জাপানকে হারালেও আটকে গিয়েছে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে। মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে তো একসময় ০-২ গোলে পিছিয়েও পড়েছিল ভারত। পরে অবশ্য সমতা ফেরানোর পর এগিয়ে গিয়েছিল বীরেন্দ্র লাকরা-বাহিনী। কিন্তু শেষমুহূর্তে গোল হজম করে জয় হাতছাড়া হয় ভারতের। ফলে এই বিষয়টির উপর নজর রাখতে হবে ভারতীয় শিবিরকে। একইসঙ্গে ভারত প্রচুর সুযোগ তৈরি করলেও সেভাবে গোল করতে পারছে না। যা চিন্তায় রাখছে ভারতীয় দলের কোচ সর্দার সিংকে।

প্র্যাকটিসে টিম ইন্ডিয়া।

উন্নয়নের পথে ১১ বছর

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঁকুড়া জেলার সড়ক পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে একগুচ্ছ নবনির্মিত প্রকল্পের
শুভ উদ্বোধন করবেন

বাঁকুড়া জেলায় ১৪.৫০ কিমি দীর্ঘ **রানিবাঁধ – বারিকুল** রাস্তার প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ। এই রাস্তার উন্নয়নের ফলে রানিবাঁধ ব্লকের আনুমানিক দেড় লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

বাঁকুড়া জেলায় ১৬ কিমি দীর্ঘ **গঙ্গাজলঘাটি – এনায়েতপুর** রাস্তার প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ। এই রাস্তার উন্নয়নের ফলে গঙ্গাজলঘাটি ও বড়জোড়া ব্লকের আনুমানিক চার লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

বাঁকুড়া জেলায় **বিষ্ণুপুর – পাত্রসায়ের** রাস্তার ৮.০০ কিমি থেকে ২৫.০০ কিমি পর্যন্ত দৃঢ়করণ এবং পুনর্নির্মাণ। এই রাস্তার উন্নয়নের ফলে গঙ্গাজলঘাটি ও বড়জোড়া ব্লকের আনুমানিক সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

বাঁকুড়া জেলায় ১৮.৩০ কিমি দীর্ঘ **ওন্দা – তালডাংরা** রাস্তার প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ। এর ফলে ওন্দা এবং তালডাংরার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে।

স্থান: রবীন্দ্র ভবন, বাঁকুড়া | তারিখ: ৩১ মে ২০২২ | সময়: বিকেল ৪টে

পূর্ত দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ICA-D906(5)/2022